আলমডাঙ্গায় অবৈধ খুচরা সার ব্যাবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় চুরি করে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে উচ্চ মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগে খুচরা সার ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়। এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু।

জানা গেছে, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের বড় গাংনী বাজারে রোমান স্টোরের স্বত্বাধিকারী এস আর রহমান খুচরা সার ও সিমেন্ট ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তিনি দীর্ঘদিন স্থানীয় কৃষকের মাঝে সরকারি সার ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতেন। কিন্তু তিনি ওই ইউনিয়নে সার বিক্রি না করে পার্শ্ববর্তী একই ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামে একটি খুচরা বিক্রেতার নিকট সরকারি ১০৫০ টাকার চেয়ে ১৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। গতকাল বুধবার দুপুর বিকেল ৪ টার দিকে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আঞ্চলিক যান নসিমনে ৪০ বস্তা ডিএপি সার নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের কাছে ধরা পড়েন।

সার নিয়ে যাওয়া নসিমন চালক সুজন আলী বলেন, ‘গাংনী বাজারে এস আর রহমানের একটি গুদাম থেকে ৪০ বস্তা ডিএপি নিয়ে নান্দবার বাজারের নিয়ে যাচ্ছিলেন।’

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কৃষি অফিসার মো: মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ডিলার তার পাশের ইউনিয়নেও সার বিক্রি করতে পারবে না। খুচরা বিক্রেতা সার বিক্রির প্রশ্নই আসে না। খবর পেয়ে সারের ডিলার এস আর রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং বিক্রি হওয়া সার জব্দ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি দামে সারগুলো বিক্রি করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু বলেন, ‘সার ব্যবস্থাপনা ২০০৬ এর আইনে ৮ ধারা দোকান মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে কখনও সার বিক্রি করবেন না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।’

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশে অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ, কাজ বন্ধ

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশে অবৈধ নির্মাণাধীন বিল্ডিং তৈরির অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মৃত রফিক খাঁনের ছেলে হেলান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি পৌর নির্মাণ আইন ও বিল্ডিং কোড অমান্য করে রাস্তার উপর বিল্ডিংয়ের ছাদ নির্মাণ করছিলেন।
বিষয়টি পৌর প্রশাসক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।
তিনি বলেন, আশা করছি, এমন পরিস্থিতি এড়াতে এখন থেকে কেউ আর বিল্ডিং কোড ও পৌর নির্মাণ আইন অমান্য করবে না।
আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব হাবিব করিম চঞ্চল বলেন, পৌর প্রশাসকের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা পৌরসভা সকল দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে। নাগরিকের সহযোগিতা পেলে আশা করছি অচিরেই পৌরসভা আমাদের কাঙ্ক্ষিত শহর উপহার দিতে পারবে।
এছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক নির্দেশ দিয়েছেন অবৈধ স্থাপনা ভেঙে নিতে এবং নতুন এস্টিমেট পাশ করিয়ে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ফুটপাত অবৈধ দখল মুক্ত অভিযান

আলমডাঙ্গা পৌরসভার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মেহেদী ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর

এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযান পরিচালনা করেন।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এই অভিযান পরিচালনা কালে আলমডাঙ্গা হলুদপটিতে ফুটপথ ও ড্রেনের উপর রাখা বিভিন্ন মালামাল জব্দ করেন এবং সকলকে ফুটপাথ ও ড্রেনের উপর কোন ব্যাবসায়ীদের মালামাল না রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সেই সাথে যত্রতত্র মোটর সাইকেল, পাখি ভ্যান, আলমসাধু পার্কিং না করার জন্য পথচারী, ব্যাবসায়ীগন ও গাড়ী চালকদের পরামর্শ দেন এবং পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত নগর গড়ে তোলার প্রত্যাশায় সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ এককালীন নয়, বরং ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। প্রধান সড়ক, সোনাপট্টি সড়ক, হলুদ পট্টি, মাছবাজার এবং আলিফউদ্দিন রোড এলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অভিযানের সময় অবৈধভাবে পার্কিং করা পাখিভ্যান জব্দ করা হয় এবং রাস্তার উপর রাখা দোকানের মালামালও সরিয়ে নেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গা পৌর বাজারে ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন প্রশাসক শেখ মেহেদী ইসলাম। পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে আলমডাঙ্গা পৌরসভা বাজারে শুরু হয়েছে ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযান। পৌর প্রশাসক শেখ মেহেদী ইসলামের নেতৃত্বে বাজার এলাকায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সুস্থ ও সুন্দর নগর জীবনের জন্য এ উদ্যোগকে সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান।

ঝিনাইদহে অবৈধ মজুদকৃত সার কৃষকদের মাঝে বিক্রয়

ঝিনাইদহে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৫০৬ বস্তা অবৈধ মজুদকৃত রাসায়নিক সার কৃষকদের মাঝে সরকারী মূল্যে বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। গত সোমবার বিকালে এই সার জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে অবৈধ মজুদকারী বিসিআইসি সারের সাব ডিলার নুর জালাল প্রধানকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নগদ ১ লাখ টাকা অর্থদন্ড ও অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

গত রবিবার সকাল থেকে বৈধ কৃষকদের মাঝে এই সার বিক্রয় করা হয়। গতকাল সোমবার বিকালে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের শালিয়া গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় রাসায়নিক সারের অবৈধ মজুদের সন্ধানে অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হোসনে আরা, সদর কৃষি কর্মকর্তা নূর নবী, অন্যান্য কৃষি কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা উপস্থিতে এই সার জব্দ করা হয়।

জানা গেছে, নুর জালাল প্রধান হলিধানী বাজারের মেসার্স মতিন টেডার্সের সত্ত্বাধিকারী ও বিসিআইসি’র সাব ডিলার। তিনি দীর্ঘদিন ইউনিয়নের মূল ডিলারের কাছ থেকে তার বরাদ্দের সার উত্তোলন করলেও কৃষকদের কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি না করে বিভিন্ন জায়গায় মজুদ করে অবৈধভাবে বেশিদামে কালো বাজারে বিক্রি করে আসছিলেন এমন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার বিকালে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে তার গোডাউন থেকে ৪৩ বস্তা টিএসপি ও ৪৬৩ বস্তা ডিওপি সার জব্দ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক হোসনে আরা ২০১৮ সালের কৃষি বিপণন আইনের ১৯ এর দ ধারায় কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টির দায়ে নুর জালাল প্রধানকে নগদ ১ লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আরোপ করেন।

ইউএনও হোসনে আরা বলেন, জব্দকৃত সারসমূহ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে হলিধানী ইউনিয়ন ও তার পার্শ্ববর্তী সাগান্না এলাকার প্রকৃত কৃষকদের নিকট সরকারি মূল্যে বিক্রয় করা হবে। সেই আদেশ বলে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মঙ্গলবার সারাদিন এই সার কৃষকদের মাঝে বিক্রয় করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমে কোন ডিলার জড়িত হলে তার ডিলারশিপ বাতিল করা হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

গাংনীতে নির্মাণাধীণ কাজে জটিলতা নিরসনে গঠিত কমিটির পরিদর্শন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের প্রানকেন্দ্র বড়বাজার এলাকার নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে।

ফলে গাংনী উপজেলাবাসির দুভোর্গ বেড়েছে। রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় গাংনী বড়বাজার এলাকায় ছোট বড় দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। এতকিছুর পরেও রাস্তার এই অংশটি নির্মাণের কোনো উদ্যোগে গ্রহণ করেনি সড়ক বিভাগ।

জানা গেছে, সড়ক বিভাগের নিজস্ব জায়গা অজ্ঞাত কারণে প্রভাবশালী মহলের কাছে রেখে জেলা পরিষদের জায়গা দখলের অপচেষ্টা করছেন সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান।

একটি সূত্র মতে জানা গেছে, ইতোপূর্বে সড়ক বিভাগ গাংনী উপজেলা শহরের সড়ক বিভাগের উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করে মাইকিং করলেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেনি। ফলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অবৈধ দখলে নিয়ে চারতলা বিল্ডিং তৈরী করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের উৎস তৈরী করেছে একটি প্রভাবশালী মহল।

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিজস্ব জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত না করে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান জেলা পরিষদকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জেলা পরিষদের জায়গা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এসব ঘটনায় ইতোমধ্যে জায়গার মালিকানা নির্ধারণে উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত টিম গত সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরে আসেন। তদন্ত টিমের প্রধান ছিলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, সদস্য হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড ইকুইজেশন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী। এসময় গাংনী বাজারের বিশিষ্ট জন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা

উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা যৌথভাবে তদন্ত করেছি। এই তদন্ত টিমের প্রধান রিপোর্ট লিখবেন। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব যৌথ পরিমাপ করে বিষয়টি চুড়ান্ত করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের দাবি একটা প্লট, আর আমাদের দাবি আরেকটা প্লট। আসলে ওদের (জেলা পরিষদের) কাগজপত্র যেটা ওদের কাগজপত্র অনুযায়ী ওদের প্লট যেটা আমরা সেটা চাইনি। আমরা যেটা চাচ্ছি জেলা পরিষদ সেটা মানছেন না। এসডি মিজানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনারা নিজেদের জমি চাইলে জেলা পরিষদ মানবেনা কেনো? এব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি চাচ্ছি, জেলা পরিষদের আটকানোর বিষয়ও না, কিন্তু তারা যৌথ পরিমাপ করছেনা। যৌথ পরিমাপ করলেই তো বোঝা যেতো এটা আমাদের নাকি তাদের প্লট।

সড়ক বিভাগের জায়গা ফেলে রেখে জেলা পরিষদের জমিতে যেতে চাচ্ছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এব্যাপারে কোনো কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই। আমি কোনো কথা বলবোনা। এটা এখন ডিডি সহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়। তারা জ্যান্ডিলিংখ করছে আপনি তাদের কাছে প্রশ্ন করেন।

অবৈধ অস্ত্রে আতঙ্ক

এখনো হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫ অস্ত্র, আড়াই
লাখ গুলির
সহস্রাধিক লাইসেন্স করা অস্ত্রও অপরাধীদের হাতে, খুনাখুনি-দস্যুতায় থমথমে দেশ

নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে অপরাধজগৎ। তৎপর হয়ে উঠেছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভয়ংকর সন্ত্রাসী এবং তাদের সহযোগীরা। সীমান্ত পেরিয়ে আসা অবৈধ অস্ত্রে সারা দেশে বেড়েছে রক্তের খেলা। এক বছরেও হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫টি অস্ত্র ও আড়াই লাখ গুলির।

বৈধ লাইসেন্সধারীদের জমা না দেওয়া ১ হাজার ৬৫৪টি অস্ত্রও এখন অবৈধ হয়ে অপরাধীদের হাতে।
রাজধানীর মহাখালীতে ১ আগস্ট রাতে গুলি করে জামাল হোসেন নামে এক যুবককে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। পরদিন দারুস সালামে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গুলি করে হত্যা করা হয় ইন্টারনেট ব্যবসায়ী তাহমিনা রহমানকে। এ দুই হত্যায় জড়িতরা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী- এমনটিই বলছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা।

এলিট ফোর্স র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপস্) কর্নেল ইফতেখার আহমেদ বলেন, প্রয়োজনীয় সব কিছুই করছে র্যাব। অপরাধীকে আমরা অপরাধী হিসেবেই দেখি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক সব প্রস্তুতিই আছে। এখনো নির্দেশনা পাইনি।

অবৈধ অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন- থানা থেকে লুট হওয়া বেশির ভাগ অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। এসব ব্যবহৃত হচ্ছে হত্যা, হামলা, ছিনতাই, ভাঙচুর ও চাঁদাবাজির ঘটনায়। সীমান্ত পেরিয়ে আসছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং পতিত হাসিনা সরকারের মদতপুষ্ট অপরাধীদের কাছে যাচ্ছে এসব অস্ত্র।

একটি বিদেশি শক্তিও তাদের সহায়তা করছে। গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর ৪৬০ থানা ও ১১৪ ফাঁড়ির পিস্তল, রাইফেল, এসএমজি, শটগানসহ ৫ হাজার ৭৫৩টি অস্ত্র ও ৬ লাখ ৫১ হাজার ৮৩২টি গুলি লুট হয়। গণভবন থেকে লুট হয় এসএসএফের ৩২টি ভারী অস্ত্র। লুট হয় কাঁদানে গ্যাস লঞ্চার, শেল, স্প্রে, বিভিন্ন বোরের গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড। র্যাব সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৮৪টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে র্যাবের লুট হওয়া ৯০, পুলিশের ২২৮ এবং ১৬৬টি অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ২০ হাজারের বেশি গুলি। থানা ও ফাঁড়ি থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের বড় অংশ এখনো অপরাধীদের হাতে। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, অস্ত্রধারীরা অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। লঙ্ঘন করছে মানবাধিকার। নির্বাচনের আগে সহিংসতা ঠেকাতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা জরুরি।
পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) এএইচএম শাহাদাত হোসাইন জানান, অনেক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, বাকিগুলো উদ্ধারে অভিযান চলছে।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড.

তৌহিদুল হক বলেন, দল এবং ব্যক্তি সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে অপরাধ দমন করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন কোনো কিছুই গোপন থাকে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত দেশে ৫১ হাজার ৭৫৮টি অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনামলে দেওয়া হয় ১০ হাজার ৮৪৫টির। এগুলোর লাইসেন্স স্থগিত করে জমা চায় সরকার। জমা পড়ে ৯ হাজার ১৯১টি অস্ত্র। জমা না পড়া ১ হাজার ৬৫৪টি অস্ত্র এখন অবৈধ।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানার কালারপুল এলাকায় ভারী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা। শটগান হাতে থাকা সন্ত্রাসী সাজ্জাত হোসেনের নাম জানতে পারে পুলিশ। ২১ জুন নরসিংদীর পলাশে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদল কর্মী ইসমাইল হোসেনের মৃত্যু হয়। ১৫ জুন ঘোড়াশালে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হন ১০ জন। ২০ জুন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় শিবুউ মারমাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

৩ আগস্ট কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে সাবেক ইউপি মেম্বার আলাউদ্দিনকে বাড়ির সামনে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। এর আগে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকের হাতে খুন হন শাহিদা ইসলাম নামে এক নারী। ১৯ জুন রাজধানীর পল্টনে মাদক কারবারিদের ছোড়া গুলিতে পুলিশের দুই সদস্য আহত হন। ১৮ জুন রাজধানীর মিরপুরে গুলি করে মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীর ২১ লাখ টাকা ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা। এর আগে ৬ আগস্ট মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে গুলিতে মারা যান শাহেন শাহ নামের এক যুবক। গুলিবিদ্ধ হন শুভ নামের আরেক যুবক। ১৭ আগস্ট আবারও সংঘর্ষ হয়। চলে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। ৩০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবার সংঘর্ষ হয়।

৪ সেপ্টেম্বর গুলিতে মারা যান অটোরিকশাচালক সাদ্দাম হোসেন সনু। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও গোলাগুলি। এর মধ্যে চুয়া সেলিমের স্ত্রী নাগিন বেগম এবং ২৩ সেপ্টেম্বর চারকো ইরফান গুলিবিদ্ধ হন। ২৪ সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ সাগর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে মারা যান। তিনি পেশায় কসাই ছিলেন। ৩১ মে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিতে মারা যায় রাসেল নামের এক শিশু।

সূত্র : কালের কন্ঠ

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ১৫ বাংলাদেশীকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

গতকাল বৃহস্পতিবার ৩১ জুলাই দুপুর ২ টার দিকে সীমান্তের নোমান্স ল্যান্ডে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পর বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) চুয়াডাঙ্গার-৬ ব্যাটালিয় বিজিবির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে । পরবর্তীতে তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর বলেন গতকাল দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ বিজিবি ১৫ জনকে বাংলাদেশীকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে । আমরা তাদেরকে পৌরসভার একটি স্কুলে রাখার পর তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নিরাপত্তা প্রদান করি । আজ শুক্রবার ১ আগষ্ট বেলা সাড়ে ১১ টায় ৪ টি পরিবারের নিকট ১৫ জন বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৫ জন বাংলাদেশি হস্তান্তরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলো কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার নিজাম উদ্দীনের ছেলে রাসেল আলী(২৬) রাসেলের স্ত্রী মোছাঃ শাবানা (২১), নিজাম উদ্দীনের স্ত্রী মোছাঃ রাহিলা
(৫২) রাসেলের মেয়ে মোছাঃ আছিয়া(৩) রিয়াজ উদ্দীনের মেয়ে মোছাঃ রেশমা(১০)কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার কবীরমাহমুদ গ্রামের আজিজারের ছেলে রফিকুল (২৮)তার স্ত্রী মোছাঃ জান্নাতি (২৪), তার মেয়ে মোছাঃ রুকসানা (১০)ঢাকা গাজিপুর জেলার বাশন থানার গাজীপুর চৌরাস্তা ঈমান আলীর মোড়ের রবিউল ইসলাম (১৪), রফিকুল ইসলাম সদর (৩১), পিতা-মৃত আজিজার রহমান কবিরাজ,, মোছাঃ জান্নাতি বেগম (২৮), স্বামী মোঃ রফিকুল ইসলাম সদর, লালমনিরহাট জেলার উত্তর সাপটানা কাছেরটরি,গ্রামের আব্দুছ সালামের ছেলে রেমন আলী (০১),সহ ১৫ জন নারী পুরুষ শিশুসহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন।এরা কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে দীর্ঘ ১১ বছর ভারতে বসবাস করে

আসছিলো।

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাঁচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়েছে। জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মনজুর মোর্শেদ, সিভিল সার্জন ডা: মো. কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক বিভাগ।

সোমবার (১৯ মে) সকালে শৈলকুপা উপজেলা আসাননগর এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ অভিযান চালানো হয়।

সড়ক বিভাগ জানায়, মহাসড়কের আসাননগরে মহাসড়কের জায়গা দখল করে পাকা স্থাপনা তৈরী করেছিলো স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম। বারবার জানানোর পরও তিনি স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করেন নি। যে কারণে সোমবার শৈলকুপার এসিল্যান্ড সিরাজুস সালেহীন’র নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় পাকা স্থাপনা।

সেসময় ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর, সার্ভেয়ার সোহেল রানাসহ শৈলকুপা থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর বলেন, মহাসড়কের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। মহাসড়কের আশেপাশে যেকোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। বারবার সতর্ক করার পরও নির্মাণ কাজ বন্ধ না করায় আজকের এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভবিষ্যতেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চলবে। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি, মহাসড়কের জায়গা দখল করে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করবেন না।

গাংনীতে আ. লীগ নেতার অবৈধ

গ্যাস ব্যবসায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহাঙ্গীর আলমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুসারে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার দায়ে মো. জাহাঙ্গীর আলমের প্রতিষ্ঠান মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।
পাশাপাশি, দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।